ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোম্পানীর রোমাঞ্চকর বাণী চিত্র

Released 1-4-1939

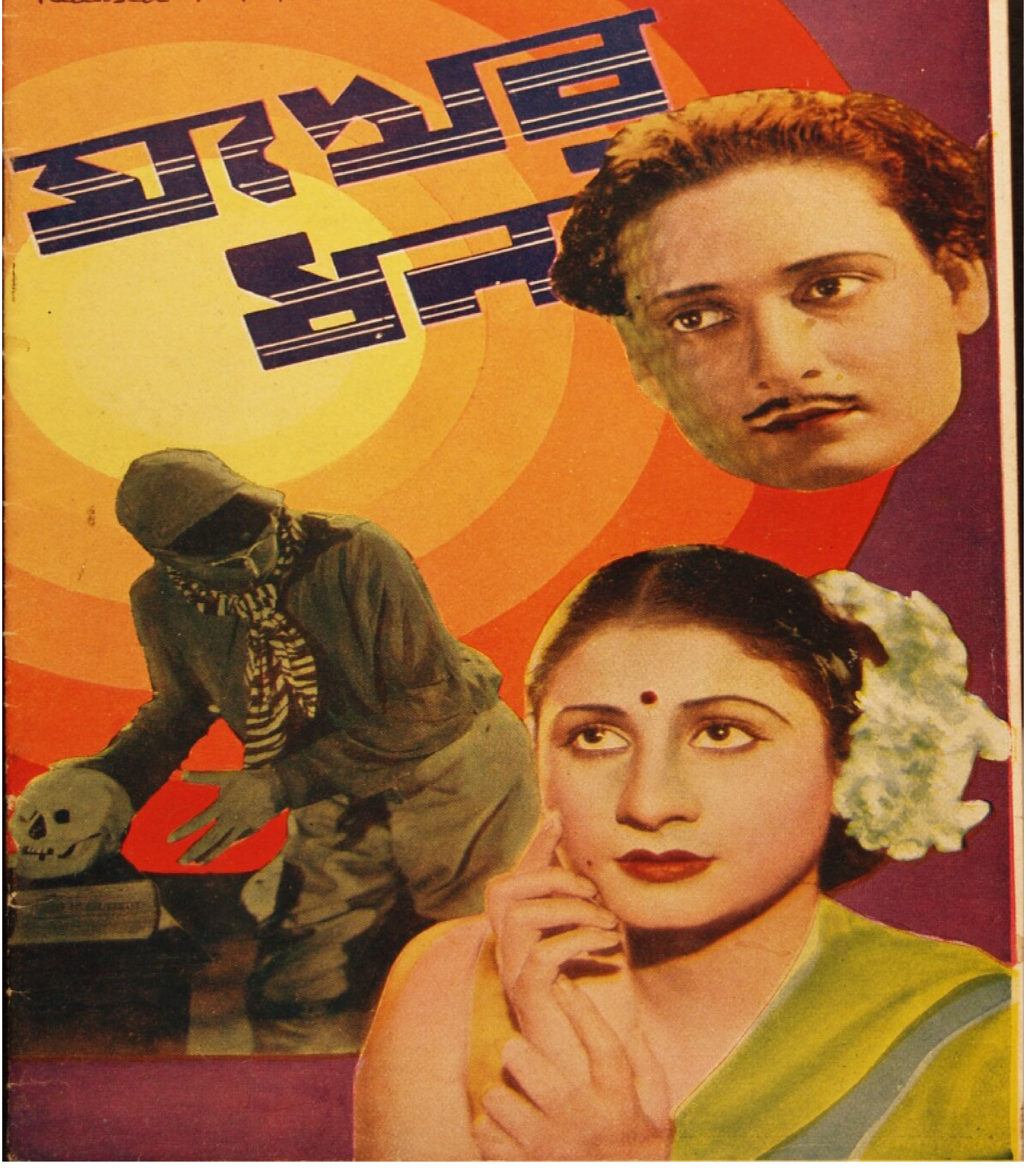

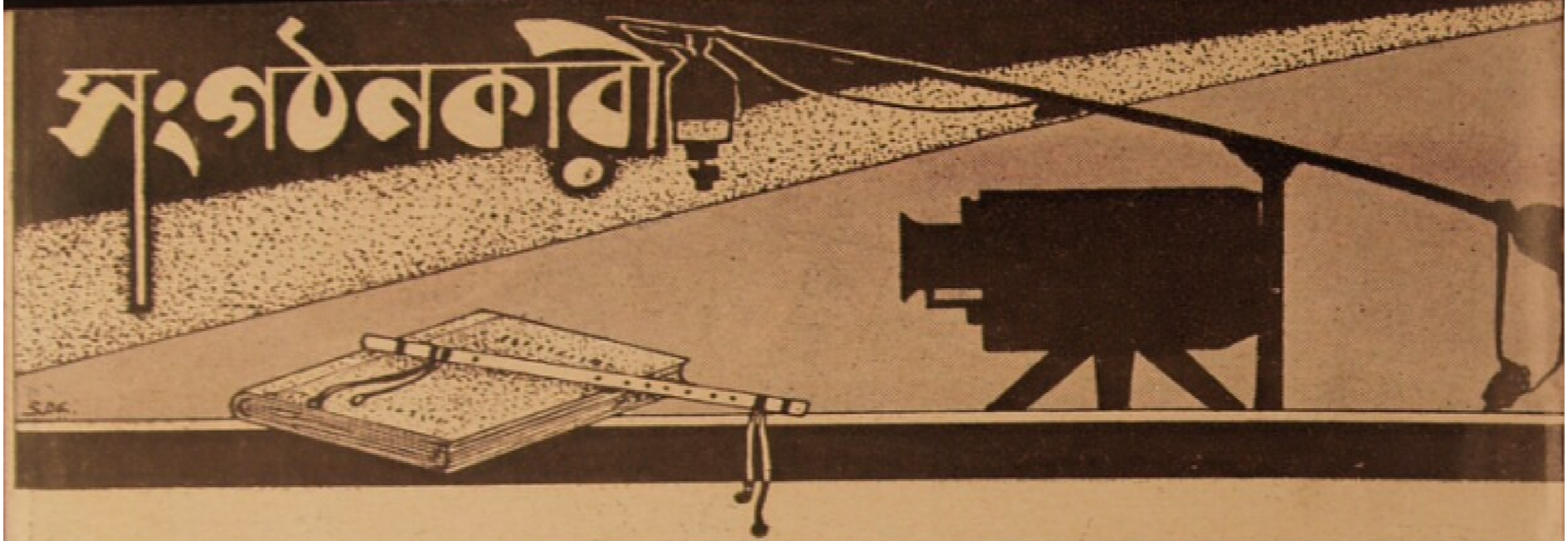

কথা ও কাহিনী
শ্রীহেমেন্দ্র কুমার রায়

চিত্র নাট্য ও পরিচালনা
হরি ভঞ্জ

আলোক চিত্র
যতীন দাস

গান
শ্রীহেমেন্দ্র কুমার রায়
শ্রীকৃষ্ণধন দে

শিল্প নির্দ্দেশক
বটকৃষ্ণ সেন

শব্দযন্ত্র
অবনী চ্যাটার্জ্জি
ও
গোবিন্দ ব্যানার্জ্জি

ব্যবস্থাপনা
অনিল ঘোষাল
ও
জানকী শরফ

সহকারী পরিচালক
অনিল ঘোষাল
ও
কমল চ্যাটার্জ্জি

সহকারী আলোকচিত্র শিল্পী
রাধিকা জীবন কর্ম্মকার

সহকারী শব্দযন্ত্রী
সত্যেন চ্যাটার্জ্জি

প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা
কস্তুর চাঁদ গ্যাঙ্গওয়াল

রূপ সজ্জাকর
সেখ ইদু
ও
শঙ্কর

রসায়নাগারাধ্যক্ষ
অনিল মিত্র

চিত্র সম্পাদক
ধরমবীর সিং

ঐ সহকারী
মোল্লা বক্স

স্থিরচিত্র শিল্পী
দুলাল চন্দ্র দাস

সুরশিল্পী
শচীন দেব বর্ম্মণ
ও
ধীরেন দাস

নৃত্য পরিকল্পনা
তারক বাগ্‌চি
ও
কুমার মিত্র

একমাত্র চিত্র-পরিবেশক : মতিমহল থিয়েটার্স লিমিটেড
৬৮, কটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ভূমিকা-লিপি

— শিল্পী —

করালী	অহীন্দ্র চৌধুরী
শম্ভু	রবি রায়
হাবুল	জানকী ভট্টাচার্য্য
করালীর অনুচর বৃন্দ	তুলসী চক্রবর্ত্তী, কালী বর্দ্ধণ, পূর্ণাংশু ভাদুড়ি
বিমল	জহর গাঙ্গুলী
কুমার	সুশীল রায়
রামহরি	কুমার মিত্র
সন্ন্যাসী	মৃণাল ঘোষ
লেখা	শীলা হালদার
লেখার বান্ধবী	রাধারাণী
আঙ্গুর	শিশুবালা
কাডিং	ছায়া
কুমারের মাতা	নিভাননী
বেদানা	সুহাসিনী

দাদামশাই মারা যাবার পর কুমার আর তার মা সিন্দুক থেকে উইল ইত্যাদি বার করতে গিয়ে হঠাৎ চমকে গেল এক মড়ার খুলি দেখে.........

এই মড়ার খুলি এক সন্ন্যাসী কুমারের দাদামশায়কে দিয়েছিল তার কারণ তিনি এক সঙ্কট অবস্থায় সেই সন্ন্যাসীর প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন......মড়ার খুলিটার সঙ্গে সঙ্গে কুমার পেলে একটা পকেট বই তাতে লেখা ছিল "যখের ধনের ঠিকানা খাসিয়া পাহাড় ভাঙ্গা দেউল।"

এই খুলিটার কথা পাড়ার করালীবাবু জানতেন। করালীবাবু হচ্ছেন বাইরে ভদ্রলোক, কিন্তু ভেতরে

একজন সয়তান, একটা আড্ডার অধি-কারী।

* * *

যা হোক্ সেদিন রাত্রে কুমার যখন মড়ার খুলিটা টেবিলে রেখে্ পকেট বইটা পড়তে যাচ্ছিল, হঠাৎ ঘরের আলো নিভে গেল। কুমার সবিস্ময়ে বাইরে বেরিয়ে গেল ব্যাপারটা জানবার জন্যে। পর মুহূর্ত্তেই কুমার ঘরে ঢুকে আলো জ্বেলে দেখ্ল মড়ার খুলিটা নেই। সে তো অবাক্! কি করে - সে ছুটে গেল তখনি তার পরম বন্ধু বিমলের বাড়ী ব্যাপারটা বল্বার জন্য। বিমল সব শুনে তাজ্জব! যা' হোক এর একটা হিল্লে কর্বার জন্যে সে কুমারের কাছ থেকে পকেট বই খানা চেয়ে নিজের কাছে রাখ্ল।

বিমলের একটী আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্তা বোন ছিল, নাম লেখা। কুমার মাঝে মাঝে বিমলের বাড়ীতে যখনই আসতো, তখনই লেখার সঙ্গে দেখাশুনা হোতো। কাজেই দুজনার মধ্যে যে একটা ঘনিষ্ঠতা জন্মায়নি, একথা অস্বীকার করা যায় না।

যখের ধন

দুই এক দিন পরের ঘটনা। ......লেখা কুমারের জন্যে অপেক্ষা কচ্ছে কুমার রাস্তা দিয়ে আসছে, হঠাৎ একখানা গাড়ী এসে কুমারকে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। এদিকে রাত অনেক হয়ে যাচ্চে—বিমল উন্মনা হোয়ে উঠল এবং সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে নীচে—দেখা হল করালী বাবুর সঙ্গে, করালী বাবু খুঁজতে এসেচেন কুমারকে। কিন্তু কুমার কোথায়?

এমন সময় হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠল—বিমল দৌড়ে গিয়ে টেলিফোন ধল্লে। টেলিফোনে সে খবর পেলে কুমারকে একটা বদমায়েসের দল ধরে নিয়ে গিয়েছিল পকেট বইটা হস্তগত করবার জন্য। কিন্তু মনস্কামনা সিদ্ধ না হওয়ায় ভবিষ্যৎ আশায় তারা তাকে অক্ষতদেহে ছেড়ে দিয়েছে কুমার এই কথা জানাল।

* * *

এই ব্যাপারের পর কুমারের ভীষণ জেদ্ চাপল মড়ার খুলিটা যেমনি কোরে হোক উদ্ধার কোরবেই।

ঠিক হোল তারা প্রথমে হানা দেবে আড্ডাবাড়ী। যথারীতি প্রস্তুত হ'য়ে তারা রাত দশটার সময় গন্তব্য স্থানাভিমুখে রওনা হোলো। তখন আড্ডাবাড়ী জমজমাট। নাচ-গান, হৈ হুল্লোড়ের মাতন চলছে।

যখের ধন

তারা বাড়ীটার চারিদিকে বেশ কোরে প্রদক্ষিণ কোরে নিয়ে তারপর পাইপ বেয়ে পেছন থেকে ছাদে উঠল ; সেখান থেকে সিড়ি দিয়ে নামল—চারিদিক অন্ধকার—হঠাৎ দেখ্‌লে সামনে একটা ঘর আধ খোলা রয়েছে। তারা গিয়ে উঁকি মেরে দেখল এক মুখোসপরা লোক শুয়ে আর টেবিলের ওপর মড়ার খুলিটা রয়েছে। তারা সেটাকে নিয়ে পালাতে যাবে, হঠাৎ কে যেন খুলিটা কেড়ে নিয়ে গেল এবং তাদের এক ফাঁদে ফেল্লে।

* * *

এখান থেকে বহু কষ্টে উদ্ধার পেয়ে তারা ভাবল এমনি ভাবে বিপদের সম্মুখীন হোলে তাদের কার্য্যসিদ্ধি হওয়া সুদূরপরাহত। তাই তারা ঠিক কর্ল্ল—পকেট বইয়ের নির্দ্দেশ অনুযায়ী কাজ করাই যুক্তিযুক্ত। সেই হিসাবে তারা প্রথম রওনা হোল খাসিয়া পাহাড় অভিমুখে। সাথী হোল তাদের লেখা ও রামহরি।

এদিকে করালীর দলও তাদের লুকিয়ে সেই ট্রেনেই রওণা হল, কিন্তু তারা গন্তব্য স্থানে নেমে

বিমলদের খুঁজে পেলে না। বিমলরা মাঝরাস্তায় নেমে পড়েছিল। তারা দিন দুই পরে গিয়ে পৌঁছল এবং এক ডাকবাংলোয় রইল। করালীর দল জানতে পেরে রাত্রে ডাকবাংলোয় এসে হানা দিলে। উদ্দেশ্য পকেট বইটা কেড়ে নিয়ে যাবে। উভয় পক্ষে খুব মারামারি হ'ল, করালীরা একটা সুটকেশ নিয়ে গেল ভাবলে বোধ হয় তাতেই পকেট-বই আছে। কিন্তু সে সুটকেশে পকেট বই ছিলনা।

* * *

এই ঘটনার পরে এখানে আর কাল বিলম্ব না কোরে তারা তাদের গন্তব্য স্থান অভিমুখে অভিযান সুরু কর্ল্ল। কিন্তু পথে রামহরির শরীর অসুস্থ হওয়ায় তারা বাধ্য হল এক পাহাড়ী-পল্লীতে আশ্রয় নিতে।

আশ্রয় দিলে একটী পাহাড়ী মেয়ে নাম তার কাডিং। করালীর দল কিন্তু তাদের পিছু নিতে ছাড়ল না। এক দিন যখন বিমল আর কুমার পাহাড়ে বেড়াচ্ছিল — করালীর দল তাদের আক্রমণ কর্ল্লে — কুমার লাঠি খেয়ে অজ্ঞান হোয়ে পড়ল বিমলকে তিন চার জন মিলে বেঁধে ফেল্লে। করালী তার পকেট থেকে পকেট বইটা কেড়ে নিয়ে শম্ভুকে হুকুম দিলে বিমলকে পাহাড়ের ওপর থেকে নীচে ফেলে দেবার জন্যে।

* * *

কুটীরে বিমলদের ফিরতে দেরী দেখে লেখা চিন্তিত হল এবং কাডিংকে বল্লে খুঁজে দেখতে। কাডিং খুঁজতে গিয়ে দেখতে পেলে পাহাড়ের নীচে বিমল পড়ে। কাডিং তাড়াতাড়ি নীচে নেমে বিমলের বাঁধন খুলে দিলে এবং তাকে বাঁচিয়ে তুল্লে। পরে দুজনে এল কুমারের কাছে কুমারের তখন সবে মাত্র জ্ঞান ফিরে এসেছে।

এর দিন কয়েক পরে বিমলরা কাডিংএর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চল্ল তাদের চলার পথে। কত পাহাড়,

যখের ধন

কত জঙ্গল পার হোয়ে—তারা পৌঁছোল এক গুহার কাছে। রাত্রের মত সেই গুহাতেই তারা আশ্রয় নিলে।

করালীরা এদিকে তাদের তাঁবু ছেড়ে, সঙ্গিণী আঙ্গুরকে ফেলে রেখে এক জঙ্গলে তখন রাত কাটাচ্ছিল। এমন সময় তাদের দলের একজন এসে বল্লে যে দূরে এক গুহায় আগুন জ্বলছে—তখনি তারা চল্ল সেই দিকে।

* * *

কুমার দিচ্ছিল পাহারা—সে দেখ্‌তে পেলে কতকগুলো লোক গুহার দিকে আসছে সে বন্দুক ছুড়ল। সেই ভয়ে লোকগুলোও অদৃশ্য হোয়ে গেল।

সেদিন রাত্রের মত সেখানেই তারা বিশ্রাম লাভ কর্ল্ল। পরদিন প্রত্যুষেই আবার নতুন উদ্যম নিয়ে

তারা চল্‌ল অভীষ্ট সাধনে। খানিকটা পথ এগিয়েই তারা দেখ্‌তে পেলে দূরে ভাঙ্গা দেউল। তারা সেখানে গেল এবং পকেট বই দেখে খুঁজে বের কর্ল্লে একটা পাথর। সেই পাথর সরাতেই ভেতরে একটা সুড়ঙ্গ দেখতে পেলে। আনন্দে আত্মহারা হোয়ে তারা সুড়ঙ্গের ভেতর নেমে গেল। অন্ধকারময় সুড়ঙ্গের ভেতর নানা প্রকার বিভীষিকা দেখে তারা প্রথমে দস্তুরমত ঘাব্‌ড়ে গেল!—পরে—সাহসে ভর করে বিমলরা একটা ভাঙ্গা ঘরের সামনে গেল। তারই মধ্যে ছিল একটা পাথরের সিন্দুক। বিমল তাড়াতাড়ি সিন্দুকের ডালা খুলে ফেল্লে—সঙ্গে সঙ্গে তার মুখ শুকিয়ে গেল। সিন্দুকের ভেতর যখের ধন নেই—! তবে কে নিয়ে গেল? করালী কি? কিছু ঠিক কর্ত্তে না পেরে—তারা চল্ল সেই দিকে

যখের ধন

যে দিক দিয়ে সুড়ঙ্গের ভেতর এসেছিল। একটা সুড়ঙ্গের মধ্যে দেখ্‌লে করালীর দলের একজন মরণোন্মুখ অবস্থায় পড়ে। জানতে পার্লে — করালীই যখের ধনের বাক্স নিয়ে পালিয়েছে। পাছে সে ভাগ চায় তাই তাকে মেরে গেছে। বিমলরা আর দেরী কর্ত্তে পার্লে না। তারা ছুটল গর্ত্তের দিকে। সেখানে গিয়ে একেবারে দমে গেল। কারণ গর্ত্তের মুখ কে বন্ধ করে দিয়ে গেছে। তখন বুঝতে পাল্লে এ করালীরই কাজ। তারা বাইরে বেরোবার একটা রাস্তা পাবার জন্যে সেই সুড়ঙ্গ পথে এদিক ওদিক ছুটাছুটি কর্ত্তে লাগল কোনও প্রকারে সুড়ঙ্গ থেকে বাইরে এসে তারা দেখল দূরে পাহাড়ের পথে

ছুটে চলেছে করালী আর আঙ্গুর, করালীর হাতে যখের ধনের বাকস। তখন বিমলরা প্রাণপণে ছুটতে লাগল করালীকে ধর্ব্বার জন্যে —

তারপর——?

লেখার গান

(১)

দোলন চাঁপার
দোলনাতে আজ
দুলছে ফুলেল গীতি।

হালকা মেঘের
ধারে ধারে
দুলছে চাঁদের স্মৃতি!

আসছে ছায়া
আসছে আলো
বলছে আমায়
বাসবে ভালো।

দূর পাপিয়ার
প্রেমের তানে
হাসছে রঙন্ বীথি।

তোমার দুটী
আঁখির সাথে
মন যে মাতে
নীরব রাতে

তোমার চোখের
নাচ দুয়ারে জাগ্‌বো
আমি নিতি।

যখের ধন

বেদানার গান

(২)

ভর পিয়ালা
ভর পিয়ালা

আগুন মাখা
সুধায় শিখায়

নতুন প্রেমের
প্রদীপ জ্বালা !

তুললে পায়ে
ধরার মাটি,
পাত্‌ব বুকে
শীতল পাটি,

মিষ্টি আঁখির
দৃষ্টি দেব,
পরিয়ে দেব
বাহুর মালা !

লেখার গান

(৩)

চাঁদের মেয়ে
তোমার পায়ে
জোনাকীদের
নূপুর বাজে।

টুক্‌রো আলোর
নীরব নূপুর
রূপউদাসী বিজন
সাঁঝে।

বনের তলায়
গোপন ছায়ায়
ঝিল্লী-বীনার
স্বপন গাওয়ায়,

আতর-মাখা
মোহন হাওয়ায়
কে কথা কয়
মনের মাঝে।

যখের ধন

করালীর অনুচরদের গান

(৪)

আমরা বাবা
টানছি গাঁজা
নেশার ঝোঁকে
দেখছি চোখে
ঘুরচে যত
উজীর রাজা!

চ্যাচাস্ কেন?
ঘুপ্‌টি মেরে
কোথায় আছে
হুতুম খুমো!

হেঁচকী তুলে
আস্‌বে তেড়ে,
বিছানা পেতে
এখন ঘুমো!

শুনব নাকো
বেস্থুর বুলি
হাত তালিতে
বাজনা বাজা!

যখের ধন

যখের ধন

বিমল কুমার ও লেখার গান (কোরাস)

(৫)

চলরে চলরে, বলরে, জয় দুরন্ত প্রাণ !
জাগোরে জাগোরে জীবন সাগরে ডাকে দুরন্ত বান্ ॥
বন্ধুর পথে বিপদের সাথে চল কে চলিবে ছুটে,
অনন্ত নভে অশান্ত সুখে সূর্য্য তারকা লুটে,
নেভে যদি আলো নামে নিশ কালো, তবু হব আগুয়ান,
জয় দুরন্ত প্রাণ ॥

চলরে চলরে………
গণ্ডীর মাঝে বন্দী হইয়া যারা আনন্দ করে
শয্যায় শুয়ে স্বপ্ন দেখিয়া যে ভীরু বাচিয়া মরে
তাদের মোহন বাঁশরী ভাঙ্গিয়া আমরা যে গাহি গান
জয় দুরন্ত প্রাণ ।

যখের ধন

লেখার গান

(৬)

আমাদের প্রাণের
সুখের ঝরণা তলা !

নেচে যায় গানের ধারা
মনের কথাই
সুরে বলা !

আকাশের নীলে নীলে
লুকিয়েছিলে,
বাতাসের তানে তানে
ধরা দিলে।

তুমি মোর নতুন মানুষ,
বুকের পথেই
তোমার চলা।

জীবনের খেলা ঘরে
কর্ব্ব খেলা
জড়িয়ে গলা ॥

(৭)

সখি, তোর আঁখির কোনে স্বপন বোনে কোন সে যাদুকর ।
সে যে ওই দাঁড়িয়ে আছে বুকের কাছে নিয়ে কুসুম শর ।
ছিলি তুই ঘুমের ঘোরে, কখন তোরে বাঁধিল যৌবন,
ও তোর নদীর কুলে, উঠল দুলে ফুলভরা মৌবন ।
ও তোর কোমল বুকে, স্বপন সুখে জাগল নূতন চর ।

সন্ন্যাসীর গান (ভজন)

(৮)

বন্ধু আমার এল নারে !
না পেয়ে হায় ! দিন যে ফুরায়
মন ভরে যায় হাহাকারে।
বেড়াই খুঁজে দিবস রাতি
কোথায় আমার পথের সাথী
পথ হারাকে নেয় কে ডেকে
লাগল ধাঁধাঁ চারি ধারে।

Paran Pandit (5) Released with Jakher Dhan

EAST INDIA FILM Co.

EIF

CALCUTTA

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান ফিল্ম কোম্পানীর প্রচার বিভাগের তরফে প্রচার সম্পাদক শ্রীকুমুদ রঞ্জন দাস কর্ত্তৃক
প্রকাশিত ও গ্লাসগো প্রিন্টিং কোম্পানী, হাওড়া হইতে মুদ্রিত।